দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ১০ SEP 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

আইসিটি ভীতি

রিফাত হাসান

কয়েক বছর হলো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সিলেবাসে যুক্ত করা হয়েছে নতুন পাঠ্য বিষয়, ICT। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই ICT শিক্ষার্থীদের কাছে মূল বিষয়গুলোর মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ সব বিষয়ে ভালো না করলে ভালো ফলাফল সম্ভব নয়। দেশের আজ সাকিব আল হাসানের মতো অলরাউন্ডার চাই। যা হোক প্রসঙ্গে যাই, ICT এর পূর্ণ রূপ Information and Communication Technology, যার অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমগুলোর ব্যবহার করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তথ্য আদান প্রদান, সংরক্ষণ, প্রকাশসহ তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক যাবতীয় কার্যকলাপ সংঘটনের প্রক্রিয়াই হলো এই ICT। যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা কম্পিউটারের হার্ডওয়ার, সফটওয়ার, ইন্টারনেট, কমিউনিকেশনসহ বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারে। এটি এক কথায় কারিগরি শিক্ষার একটি বিষয়। এর অপর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যমণ্ডিত দিক রয়েছে—বেকারত্ব বিমোচন। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় আয়ের উৎস হলো ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং। যার মাধ্যমে বেকারদের সংখ্যা অনেকটাই কমে যাবে। এমনটাই প্রত্যাশা। প্রায় সব বেকারেরই বেকারত্ব ঘুচে নিজের কারবার হবে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনায় ভুল রয়েছে।

এই ICT এখন এক ব্যবসার নাম। আমি ভুল বলিনি। এ ব্যবসা হলো প্রাইভেট ব্যবসা। এই পাঠ্য বিষয়টিতে গণিত, কম্পিউটার, সামাজিকীকরণে পাঠ থাকার দরুন শিক্ষার্থীরা ছুটছে প্রাইভেট টিউটরদের দ্বারে দ্বারে। আর এই দ্বারের চৌকাঠে হোঁচট খাচ্ছে বৃহৎ পরিকল্পনা। মজার ব্যাপার হলো, বিভাগ অনুযায়ী শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় পড়িয়ে থাকেন। কিন্তু ICT বিষয়টি সার্বজনীন। তাই রাতারাতি ভিন্ন বিষয়ক শিক্ষকদের মধ্য অনেকেই হয়ে গেছেন ICT বিশেষজ্ঞ। আর তাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ। যাতে করে খাজনার চেয়ে বাজনাটাই বেশি বোধ হচ্ছে। আমি শহরাঞ্চলের ভাষ্যে গ্রামের কথাও বলছি। গ্রামাঞ্চলে ছেলেমেয়েদের কাছে এই বিষয়টি ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা কি না বইটির গায়ে লেখা আছে। আবার এই বিষয়টিতে গণিত, কম্পিউটার শিক্ষা, যোগাযোগ মাধ্যম, ইন্টারনেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকায় তারা শেখার আগ্রহ প্রকাশের চেয়ে ভীতিটাই বেশি অনুভব করছে। যা মোটেও ভালো দিক নয়। তাই সরকারের কাছে আবেদন নম্বর তোলার পাশাপাশি যেন তারা হাতে কলমে যথাযথ শিক্ষা পায়; সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন উপযোগী হয়ে ওঠে— তার জন্য নতুন পাঠপরিকল্পনা প্রদান করুন। তাহলেই ডিজিটাল বাংলাদেশে শিক্ষার পাশাপাশি স্ব স্ব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হবে।

ঢাকা